FEB. 9 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বই প্রকাশ মার্চে গড়ালো, বোর্ডের সম্মতি আদায় করেছে পুস্তকা

মানস ঘোষ : পুস্তকা এবার মার্চের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের সকল বই বাজারে নিয়ে আসার নতুন প্রস্তাব পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে দিয়ে চাপের মুখে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে।

এ ব্যাপারে বোর্ডের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বেশ কয়েক দফা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরও প্রভাবশালীদের চাপে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বেক্সিমকোর এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটির নতুন প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে বাধ্য হয়েছে। এদিকে শিক্ষা সচিব বলেছেন, বাজারে বই নিয়ে কোনো অস্থিরতা নেই, তাই মার্চের মধ্যে সব বই না এলেও সমস্যা নেই।

পুস্তকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইকবাল আহমেদ বলেছেন, পর্যায়ক্রমে মার্চের মধ্যে সকল বই ছাড়ার প্রস্তাব নতুন নয়। আগে থেকেই ছিল। তিনি দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী চুক্তিভঙ্গের কথা অস্বীকার করে বলেছেন, যা কিছু করা হচ্ছে বোর্ডের সম্মতি নিয়েই।

শিক্ষা সচিব ড. সা'দত হুসাইন বলেছেন, বাজারে বই নিয়ে কোনো অস্থিরতা নেই। অতএব মার্চের আগে সব বই বাজারে না এলে কোনো সমস্যা হবে না। সা'দত হুসাইন জানিয়েছেন, বোর্ড বই খোলাবাজারে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে গতকাল পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

সূত্র জানায়, সাব কন্ট্রাক্টে পুস্তকার বই ছাড়ার সংবাদ ভোরের কাগজসহ অন্য একটি দৈনিকে ছাপা হওয়ার পর গতকাল বোর্ড অফিসে পুস্তকার কর্মকর্তাদের তলব করা হয়। বিকাল ৪টার পর পুস্তকার পক্ষে ইকবাল আহমেদ বোর্ডে হাজির হয়ে বাজারে বই ছাড়ার নতুন প্রস্তাব জমা দেন। প্রস্তাবে প্রথম দফায় ১১ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় দফায় ২৫ ফেব্রুয়ারি এবং শেষ দফায় ৫ মার্চের মধ্যে সকল বই বাজারে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, এর আগেও পুস্তকা দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বই ছাপাতে ব্যর্থ হয়। পরে বোর্ডের কাছ থেকে দরপত্রের শর্ত শিথিল করিয়ে ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সকল বই বাজারে ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারায় পুস্তকা গতকাল এই নতুন প্রস্তাব বোর্ডকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে।

বোর্ডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রভাবশালী মহলের চাপে বোর্ডকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

বই প্রকাশ মার্চে গড়ালো

● প্রথম পাতার পর

এছাড় আর কোনো উপায় ছিল না। তি জানিয়েছেন, মার্চের মধ্যে পুস্তকার কা থেকে বই আদায় করাই এখন বোর্ডের মু কাজ। বই পাওয়ার পরই তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা ভাবা হবে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, গত দুদিনে মন্ত্রণালয়ে দেশের বই পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে কয়েক দফা বৈঠক হয়। তবে বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সূত্র তা জানাতে পারেনি।

শিক্ষা সচিব ড. সা'দত হুসাইন বৈঠকের কথা স্বীকার করে বলেছেন, আপাতত বই নিয়ে দেশের কোথাও অস্থিরতা নেই। প্রয়োজনীয় বইগুলো বাজারে চলে এসেছে। মার্চের মধ্যে বাকি বইও চলে আসবে। চুক্তিভঙ্গের দায়ে পুস্তকার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব বলেছেন, 'আমরা এই মুহূর্তে বাজারে বই নিয়ে আসার কথাই ভাবছি। বই আসার পর পুস্তকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিকে পুস্তকার ইকবাল আহমেদ সাব কন্ট্রাক্টে বই বিক্রির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, আমরা বোর্ড বই কারো কাছে বিক্রি করছি না। গত রাতে ভোরের কাগজকে দেওয়া এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে তিনি এই দাবি করেছেন। তবে তিনি মুদ্রণ ব্যবসায়ীদের কাছে অতিরিক্ত মুনাফায় বই ছাপার দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাবের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি।